ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ
তথ্য, সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তর,
খুমলুঙ, পশ্চিম ত্রিপুরা
==========

পরিকাঠামো ছাড়া উন্নয়ন সম্ভব নয়
---------মুখ্যনির্বাহী সদস্য
==========

এডিসি।স-১৫৩
খুমলুঙ,০৩।১১।২০২১ইং
==========

পরিকাঠামো ছাড়া উন্নয়ন কাজ করা সম্ভব নয় । একথা বলেন মুখ্যনির্বাহী সদস্য পূর্নচন্দ্র জমাতিয়া। আজ এডিসির কৃষি বিভাগের পৃথকভাবে ইঞ্জিনিয়ারিং সেল খোলা হয় । এই উপলক্ষ্যে এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় । খুমলুঙস্থিত কৃষি বিভাগের প্রধান অফিসের সভাকক্ষে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন মুখ্যনির্বাহী সদস্য পূর্নচন্দ্র জমাতিয়া ।

এছাড়া অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পূর্ত দপ্তরের নির্বাহী সদস্য চিত্তরঞ্জন দেববর্মা। পশ্চিম জোন্যালের চেয়ারম্যান রনজিৎ দেববর্মা, এমডিসি গনেশ দেববর্মা, অতিরিক্ত মুখ্যনির্বাহী আধিকারিক উষারঞ্জন দেববর্মা এবং পূর্ত দপ্তরের মুখ্য বাস্তুকার মিহির দাস । অপরদিকে খুমলুঙ সাবজোন চেয়ারম্যান বিকাশ দেববর্মা, টাকারজলা সাবজোন চেয়ারম্যান আপন দেববর্মা এবং পশ্চিম জোনের ভাইস চেয়ারম্যান সুধীর দেববর্মা ও উপস্থিত ছিলেন । অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন উপ-মুখ্যনির্বাহী সদস্য অনিমেষ দেববর্মা । স্বাগত ভাষণ রাখেন কৃষি বিভাগের প্রধান আধিকারিক মনোজ দেববর্মা । সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের শেষে কৃষি বিভাগের নির্বাহী বাস্তুকার অফিস দ্বারোদ্ঘাটন করেন মুখ্যনির্বাহী সদস্য পূর্নচন্দ্র জমাতিয়া ।

আজকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উদ্বোধকের ভাষণে মুখ্যনির্বাহী সদস্য পূর্নচন্দ্র জমাতিয়া বলেন পরিকাঠামো ছাড়া উন্নয়ন করা সম্ভব নয় । আগে পরিকাঠামো উন্নয়নে নজর দেয়া হয়নি । তিপ্রা মথা ক্ষমতায় আসার পরই পরিকাঠামো উন্নয়নে জোর দেয়া হয় । কৃষি নির্ভর রাজ্য আমাদের। কৃষির উন্নয়ন ছাড়া এডিসি এলাকা উন্নয়ন সম্ভব নয় । পরিকাঠামোর মাধ্যমে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে । পরিকাঠামো ছাড়া কোন কাজ উন্নয়ন সম্ভব নয় ।

সভাপতির ভাষণে উপ-মুখ্যনির্বাহী সদস্য অনিমেষ দেববর্মা বলেন জনজাতিদের প্রাচীন প্রথা লতা, পাতাসহ নানান খাবার রয়েছে । সেইসব খাবার গুনগতমান বজায় রেখে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে আইসি.এ.আরকে এডিসিতে গবেষণা করার আহ্বান জানানো হবে। তিনি আরও বলেন কৃষি ভিত্তিক কলেজ স্থাপন করার বিষয়ে চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে । কৃষি বিভাগ ইঞ্জিনিয়ারিং কাজগুলো এত দিন পূর্ত দপ্তরের অধিনে করতে হয়েছে । তাতে করে কৃষি বিভাগের কাজ দেরী হত । কৃষি দপ্তরের নিজস্ব ইঞ্জিনিয়ারিং শাখা হওয়ায় এখন বিভিন্ন কাজগুলো দ্রুত তার সাথে করা সম্ভব হবে। এছাড়া কৃষি ভিত্তিক বিভিন্ন প্রকল্প তৈরী করা যাবে ।

প্রধান অতিথির ভাষণে পূর্ত দপ্তরের নির্বাহী সদস্য চিত্তরঞ্জন দেববর্মা পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজে গুনগত মান বজায় রাখার উপর গুরুত্বারোপ করেন । গুনগতমান বজায় না রেখে কাজ করা হলে তা সময়ের আগেই নষ্ট হয়ে যাবে । এছাড়া অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন এমডিসি গনেশ দেববর্মা, পশ্চিম জোন্যালের চেয়ারম্যান রনজিৎ দেববর্মা, অতিরিক্ত মুখ্যনির্বাহী আধিকারিক উষারঞ্জন দেববর্মা এবং পূর্ত বিভাগের মুখ্য বাস্তুকার মিহির দাস ।